কালের কণ্ঠ

তারিখ: 02 APR 2014

পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দুই ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে অস্ত্র-আইনে মামলা হয়নি

নিজস্ব ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, রাজশাহী ►

অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার হওয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ্ত সালাম ওরফে আব্দুস সালাম ও বর্তমান কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আখতারুল ইসলাম আসিফকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গত ২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।

সোমবার অস্ত্রসহ ছাত্রলীগের এ দুই নেতাকে আটক করা হলেও সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো মামলা করেনি পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজশাহী মহানগর কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক আবুল হাসেম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দুই ছাত্রলীগ নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংসতার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলা হবে বলে শুনেছি। তবে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানা ভালো বলতে পারবে।'

অস্ত্রসহ ধরা পড়ায় এ দুজনের বিরুদ্ধে নগর গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে নগরের মতিহার থানায় একটি মামলা দায়েরের কথা বলা হলেও গতকাল পর্যন্ত সে মামলা হয়নি।

পুলিশের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, ওই দুই নেতাকে অস্ত্র মামলা থেকে রক্ষা করতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ছাড়াও ছাত্রলীগের অন্য নেতাদের পক্ষ থেকে মতিহার থানার ওসিকে ব্যাপক চাপ দেওয়া হচ্ছে। এ কারণেই পুলিশ গতকাল সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলা করেনি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নগর গোয়েন্দা পুলিশের ওসি সাইদুর রহমান চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অস্ত্র বহনের দায়ে ছাত্রলীগের সালাম ও আসিফের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলায় মঙ্গলবার সকালে তাঁদের আদালতে হাজির করা হয়। আদালত তাঁদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।'

ওসি সাইদুর রহমান চৌধুরী বলেন, 'যেহেতু তাঁদের অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে, কাজেই সে বিষয়ে নতুন করে মামলা দায়েরের কথা। এমনকি অস্ত্রসহ সালাম ও আসিফকে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। এখন বিষয়টি মতিহার থানা ভালো বলতে পারবে।'

তবে মতিহার থানার ওসি এ বি এম জিল্লুর রহমান বলেন, 'দুই ছাত্রলীগ নেতাকে ২ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। অস্ত্র মামলা হলে পরে হবে।'

প্রসঙ্গত, গ্রেপ্তার করা দুজনের মধ্যে সালামকে গত ২ ফেব্রুয়ারি বর্ধিত ফি ও সান্ধ্য কোর্সবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর এবং ২০১২ সালের ২ অক্টোবর শিবিরের নেতা-কর্মীদের দিকে প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি ছুড়তে দেখা গেছে। সর্বশেষ গত রবিবার সন্ধ্যায় চাঁদা না দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের আব্দুল মুহিত ও ইমরান নামের দুই শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে আহত করেন ছাত্রলীগের এ দুই নেতা।